

কার্পজাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ ব্যবস্থাপনা

অধিবেশন-৩ : পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা



পোনা মজুদের পরে পুকুরে ২-৩ মাস পরপর প্রতি শতাংশে ২৫০-৩০০ গ্রাম হারে পোড়া চুন প্রয়োগ করুন।

পুকুরে প্রতি সপ্তাহে প্রতি শতাংশ জলাশয়ে কম্পোস্ট ০.৫-১ কেজি, ইউরিয়া ৫০-৭৫ গ্রাম এবং টিএসপি ৫০-৭৫ গ্রাম প্রয়োগ করুন।



মাছ চাষে পানির গুণাগুণের আদর্শ মাত্রা	
স্বচ্ছতা	১০-১২ ইঞ্চি
পিএইচ	৭.০-৮.৫
তাপমাত্রা	২৮°-৩০° সে.
দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫-৮ মি.গ্রা./লি
অ্যামোনিয়া	০.০২৫ মি.গ্রা./লি
পানির গভীরতা	৪-৫ ফুট

মাছ চাষকালীন সময়ে পুকুরের পানির গুণগত মান ১৫ দিন অন্তর পরীক্ষা করুন এবং আদর্শ মাত্রা বজায় রাখুন।

পুকুরের তলদেশের ক্ষতিকর গ্যাস দূর করতে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পুকুরে হররা টানুন। প্রয়োগকৃত খাদ্যের অপচয় বেশি হলে বা শীতকালে পানি স্বল্পতার কারণে পুকুরের তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস জমা হয়।

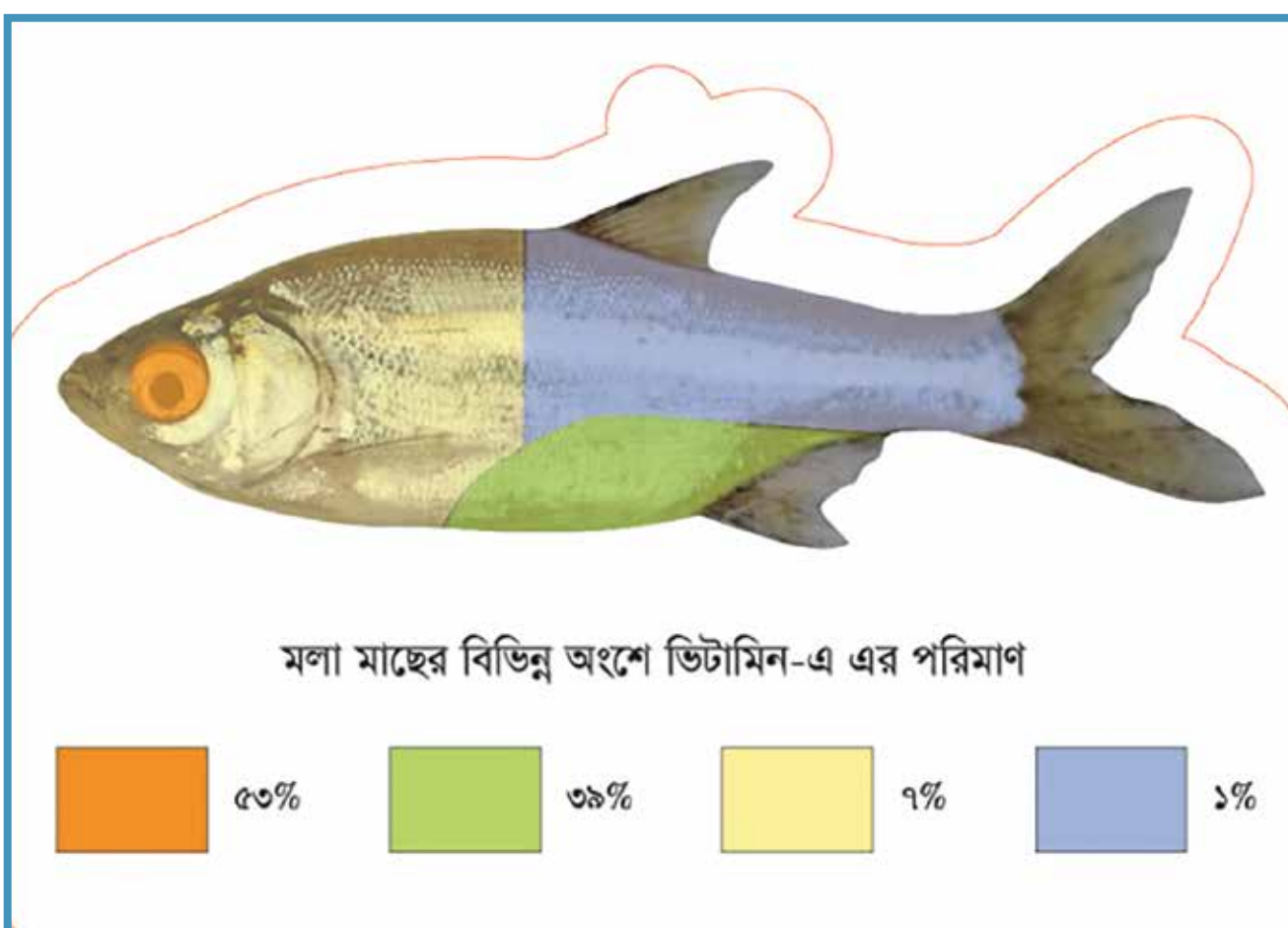


মাসে ১-২ বার মাছের নমুনা গ্রহণ করুন এবং নমুনা গ্রহণের মাঝে মাঝে মাছের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগ নির্ণয় এবং মাছের খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করুন।

মলা ও অন্যান্য মাছ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মেটাতে এবং মাঝে মাঝে বিক্রয়ের জন্য আংশিক আহরণ করুন। আহরণকৃত মাছের চেয়ে ১০-১৫% বেশি পোনামাছ পুনঃমজুদ করুন।



মলা মাছের পুষ্টিগুণ এবং রান্না



মলা মাছের দেহের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে এর চোখে ৫৩%, পেটের অংশে ৩৯%, মাঝে বরাবর ৭% এবং লেজের উপরের অংশে ১% ভিটামিন-এ থাকে।

পরিবারের সকলের জন্য বিশেষ করে শিশু ও নারীদের মাথাসহ মলা মাছ রান্না করে এবং পাটায় পিষে খিচুড়ি তৈরি করে খেতে দিন।



পরামর্শ : ক) বসতবাড়ির পুকুর হতে মলা মাছ সপ্তাহে ৩ থেকে ৪ দিন গিলনেট দিয়ে ধরে খান।

খ) বসতবাড়ির পুকুর পরিবারের সদস্যদের জন্য আমিষের উৎস হিসেবে তৈরি করুন।